হুগলির কন্যাশ্রীদের গড়তে হাত বাড়াল বেথুন কলেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীরামপুর

■ কর্মসূচিতে শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। *নিজস্ব চিত্র*

লক্ষ্য, মেয়েদের মনের চিন্তাভাবনার দরজা আরও বেশি করে খুলে দেওয়া। ভালমন্দের বিচার করতে শেখানো। সেই অনুযায়ী গলা তোলা। এ ভাবে নিজেদের মেধা এবং প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারবে ভবিষ্যতের নারী। এ জন্য কলকাতার বেথুন কলেজের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিতর্কসভা হবে হুগলির বিভিন্ন স্কুলের 'কন্যাশ্রী' ছাত্রীদের নিয়ে।

গত বৃহস্পতিবার এই প্রক্রিয়া শুরু হল শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে। বেথুন কলেজের বেথুন কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে এ দিন শিক্ষিকা অমিতা কর, শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংযুক্তা রায়, মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, সুলক্ষণা কর্মকার এবং সৃজনী মৈত্র এসেছিলেন। স্কুলের ৩০ জন ছাত্রী কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল। ওই শিক্ষিকারা ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেন। চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। নকল বিতর্ক এবং তার উপরে আলোচনাও হয়। জেলার ওসি (কন্যাশ্রী) বাদেও প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন সূত্রের খবর, হুগলির জেলাশাসক দীপাপ্রিয়া পি এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সন্দীপকুমার ঘোষের ভাবনাতেই এই কর্মসূচি। জেলা কন্যাশ্রী দফতরের ওসি ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য বলেন, "এই উদ্যোগে বেথুন কলেজের ক্যুইজ় অ্যান্ড ডিবেট ক্লাবের মেন্টর, অধ্যাপিকা ও সদস্যদের আমরা পাশে পেয়েছি। তাঁরাই মেয়েদের পথ দেখাবেন, আগামী দিনে কী ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করা যায় বা বাচনভঙ্গি উন্নত করা যায়। আগামী দিনে জেলার অন্যত্রও এমন শিবির বা আলোচনা ও বিতর্কসভা হবে বলে আমাদের আশা।"

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আইভি সরকারের বক্তব্য, এমন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মেয়েরা নিজেদের কথা জোর গলায় বলতে শিখবে। গঠনমূলক ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, "আমাদের মেয়েদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে বেথুন কলেজের শিক্ষিকারা খুশি হয়েছেন। আগামী তিন মাস ধরে দফায় দফায় এই কর্মসূচি চলবে।"